কোপার্নিকাসবাদের প্রতিষ্ঠা করার চাইতে তিনি সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। এ মতবাদ তার 'On Shadows of Ideas' রচনাতেও বিকশিত হয়েছে। সর্বেশ্বরবাদ হলো এমন একটি বিশ্বাস (doctrine) যা মনে করে 'মহাবিশ্বই হলো ঈশ্বর' (whole universe is God)। ভারতীয় দর্শনের একটি প্রবল ধারা বেদান্তবাদীরাও অনুরূপ মতবাদের প্রচারক, 'ব্রহ্মই ঈশ্বর, ঈশ্বরই ব্রহ্ম'। এক অর্থে ব্রহ্ম হলো বিশ্বজগৎ, আর এক অর্থে ব্রহ্ম হলো ঈশ্বর। কিন্তু একথা অস্বীকার উপায় নেই যে, তিনি দৃঢ়তার সাথে ও সোচ্চারে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক সৌর জগতের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন। বস্তুত তাঁর অনন্ত মহাবিশ্বের নক্সা কোপার্নিকাসের অনুকল্পের বিরুদ্ধ মত নয়, বরং এর অধিকতর সম্প্রসারণ। অবশ্য ক্যাথোলিক চার্চ মনে করতেন যে, ব্রুনোর দার্শনিক চিন্তাধারা অস্বচ্ছ ও পরস্পর অসংলগ্ন; তাদের দৃষ্টিতে '...his system of thought is an incoherent materialistic pantheism। কারণ তিনি প্রচার করতেন যে, মহাবিশ্ব আর ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; জড় ও চৈতন্য (matter and spirit) এবং দেহ ও আত্মা (body and soul) একই পদার্থের দু'টি দশা মাত্র। তিনি আরও বলতেন যে, পৃথিবীরও রয়েছে আত্মা, এর প্রতিটি পদার্থ ও জড় কণাসহ সকল জাতের উদ্ভিদের রয়েছে প্রাণ; তাছাড়া সব ধরনের জড় তা স্বর্গীয় হোক আর পার্থিবই হোক, একই অভিন্ন মৌলিক উপাদান থেকে সৃষ্ট; সকল আত্মাই অভিন্ন উৎসজাত (akin) কাজেই মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি এক অসম্ভব ব্যাপার। এই একত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই আখ্যায়িত করা হয়েছে ব্রুনোর 'প্রাকৃতিক ইন্দ্রজাল' (natural magic)। আর এ কারণেই 'প্রকৃতির একত্বের' ধারণা প্রতিষ্ঠায় ব্রুনোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে স্পিনোজা, জ্যাকোবি ও হেগেল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তার সামগ্রিক রচনা সম্ভার থেকে এটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে, ব্রুনো তার লেখার মধ্য দিয়ে এমন একটি দার্শনিক পদ্ধতি বিকশিত করেছেন যার মধ্যে স্থান পেয়েছে নব্য প্লেটোবাদ, বস্তুবাদী একশ্বেরবাদ, যৌক্তিক রহস্যবাদ এবং পার্থিব জগতের একত্বের নিসর্গসম্মত ধারণা ইত্যাদি। ব্রুনোর লেখার আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ তোলেন যে তার অনেক লেখা ধর্মতাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং চার্চের আধ্যাত্মিক শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির উপর, বিশেষ করে মানবীয় নির্বাণ (human salvation) এবং আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠতা (prinacy of the soul) সম্পর্কিত চার্চীয় শিক্ষার উপর সরাসরি আক্রমণের উদ্দেশ্যে রচিত। ব্রুনোর এ ধরনের দার্শনিক মতবাদ এবং চার্চের প্রথাগত আধ্যাত্মিক মতবাদের উপর আক্রমণ নিঃসন্দেহে চার্চকে ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তার রচিত The Expulsion of the Triumphant Beas, Cabal of the Cheval Pegasus, On Heroic Frenzies, এই তিনটি গ্রন্থে তিনি শুধু চার্চের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দর্শনের ভিতকেই আক্রমণ করেননি, তখন সারা ইউরোপে যে প্রতি সংস্কার (Counter Reformation) আন্দোলন চলছিল তারও তীব্র সমালোচনা করছিলেন। ইতালীয় ইতিহাসবিদ হিলারি গাত্তি এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

The sense of these final Italian works, in my opinion is... to be found in a transition from an intellectual sphere dominated by a vision of the world in essentially theological terms to an intellectual sphere dominated by a vision of the world in essentially philosophical terms. In this passage from theology to philosophy all forms of revealed religion receive harsh treatment, but above all the Christian religion that dominated the life and cultre of the Europe of the sixteenth century, often through violence and oppression (Ref: Giordano Bruno and Renaissance Science by Hilary Gatti, 1998).

ব্রুনোর এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত চার্চসমূহকে তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। চার্চের আক্রোশ থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে তাই তাকে ১৫৭৬ থেকে ১৫৯১ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানীসহ ইউরোপের নানা দেশে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে হয়। এই নির্বাসিত জীবন নিঃসন্দেহে তাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল; তাই রোমীয় চার্চের পাতা ফাঁদে তিনি সহজেই ধৃত হলেন, যখন ভেনিসের জনৈক অভিজাত কর্তৃক ব্রুনো আমন্ত্রিত হলেন তাকে স্মৃতিসহায়ক বিদ্যায় শিক্ষা দানের গুরু হিসেবে। তিনি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৫৯১ খিস্টাব্দে ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করলেন। ওই অভিজাত কাল বিলম্ব না করে তাকে ধর্মদ্রোহী রূপে অভিযুক্ত করে ইনক্যুইজিশনের (inquisition) হাতে সোপর্দ করলেন। ১৫৯২ সালে তাকে রোমে পাঠানো হলো, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো, নিক্ষেপ করা হলো কারাগারে এবং আট বছর ধরে চলল বিচারের নামে প্রহসন। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে (heresy) অপপ্রচারের অপরাধে ইনক্যুইজিশনের চোখে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং এই ধর্মসংস্থার নির্দেশেই খুঁটিতে বেঁধে জীবন্তদগ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো রোমের 'পিয়াজা ক্যাম্পো দি ফিওরে'তে, ১৬০০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু কী ছিল তার অপরাধ যে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। ১৫৯৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদের (heresy) জন্য রোমীয় ধর্মসংস্থা ব্রুনোর বিরুদ্ধে আটটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু এই আটটি অভিযোগ কি ছিল ক্যাথোলিক চার্চ আজ পর্যন্ত তা প্রকাশ করেনি। তবে যতটুকু জানা গেছে তা হলো ব্রুনোর 'নাস্তিকতা'বাদী মত, আর The Expulsion of the Triumphant Beast গ্রন্থটির প্রকাশন। কিন্তু ব্রুনো কোনও অনুতাপ প্রকাশ বা দোষ স্বীকার করেননি, শেষপর্যন্ত ছিলেন আপষহীন সাহসী। পবিত্র ধর্মসংস্থা ২০ জানুয়ারি তারিখে, ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বিচারের ইতিহাসের এক জঘন্যতম রায় ঘোষণা করলেন :

We hereby, in these documents ... pronounce sentences and declare the aforesaid Brother Giordano Bruno to be an impenitent and pertinacious heretic, and therefore to have incurred all the ecclesiastical censures and pains of the Holy Canon... We ordain and command that thou must be delivered to the Secular Court... that thou mayest be punished with the punishment deserved, though we earnestly pray that he (the Roman Governor) will mitigate the rigour of the laws concerning the pains thy person, that thou imayest not be in danger of death or of mutilation of thy members.

Furthermore, we condemn, we reprobate and we prohibit all thine aforesaid and thy other books and writings as heretical and erroneous, containing many heresies and errors, and we ordain that all of them which have come or may come in future into the hands of the Holy Office shall be publicly destroyed and burned in the square of St. Peter before the steps and the that they shall be placed upon the Index of Forbidden Books. (Ref: Giordano Bruno, His life and Thought by Dorothea Waley Singer, 1950)

যদিও ধর্মসংস্থার রায়ে ব্রুনোর দৈহিক ভালমন্দ নিয়ে মিথ্যা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সংস্থার বিচারাদেশ যে মৃত্যুদণ্ড এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। শোনা যায় বিচার শেষে ব্রুনো নাকি বিদ্রুপ করে ধর্মাবতারদের উদ্দেশ্য করে উক্তি করেছিলেন ঃ "Perchance you who pronounce my sentence are in greater fear than I who receive it. (Ref: Giordano Bruno, His life and Thought by Dorothea Waley Singer, 1950). ব্রুনোর মৃত্যুর পনের বছর পরে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে সেজারে কার্ডিনাল ব্যারোনিও (Cesare Cardinal Baronio) উক্তি করেছিলেন, 'The Bible lells us how to make it to Heaven, not how to Heaven is made', কিন্তু এতদসত্ত্বেও ব্রুনোকে হত্যার পরও ওই একই রোমীয় ধর্মসংস্থা আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাকারী মহামতি গ্যালিলিওকে প্রচলিত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে ১৬৩৩ সালে পুনরায় ভয়ানক শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করল না, চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রয়েই গেল।◀